গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত থিমেটিক ক্লাস্টারের "খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লাস্টার কমিটি"র ৫ম সভার কার্য-বিবরণী।

সভাপতি	:	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৩/১২/২০১৮ খ্রি:
সময়	:	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের মিনি সভা কক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (সরবরাহ) গত সভার সিদ্ধান্তসমুহ পড়ে শুনান । তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাস্কিং মিলে কর্মরত দু:স্থ মহিলাদের অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তা তালিকায় অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে যে, ভোক্তা তালিকায় নতুন অর্ন্তভূক্তির সময়ে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো জানান যে, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় সরকার খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চালে পুষ্টি সংযোজন কার্যক্রম শুরু করেছে। মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয় গত ০৫/০৪/১৮ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার সদর ও ফুলবাড়ি উপজেলায় এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। পরবর্তীতে গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ, ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও সরাইল, লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ, বরগুনা জেলার বামনা, গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর, ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সদরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ব খাদ্য কমর্সূচি আরো ১১টি উপজেলায় যথাক্রমে ঢাকা জেলার সাভার, গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী, ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ, খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি, রাজশাহী জেলার পুটিয়া, ভোলা জেলার ভোলা সদর ও দৌলতখান, বরিশাল জেলার হিজলা, ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া,

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট এবং এনআই (Nutrition International) ৩টি উপজেলায় যথাক্রমে ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া, খুলনা জেলার দিঘলিয়া ও কুষ্টিয়া জেলার মিরপুরে খাদ্য বান্ধব কমর্সূচিতে পুষ্টি চাল বিতরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে।

০২। অতিঃ সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ) সভাকে জানান যে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির পাশাপাশি ওএমএস কার্যক্রমে আটা বিক্রিও চলমান রয়েছে। এছাড়া দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকার ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলার ৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মাত্র ৮০/- টাকা মূল্যে পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির স্লোগান "পর্যাপ্ত খাদ্য সংরক্ষণ, দুর্যোগে নিরাপদ জীবন"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রি গত ০৬/০৫/২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঝালকাঠি জেলার সদর, কাঠালিয়া ও নলছিটি উপজেলায় পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেছেন। এ পর্যন্ত ১,২৩,০০০টি পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। আরো ২ লক্ষ ২৫ হাজার পারিবারিক সাইলো বিতরণের জন্য দেশের ২২টি উপজেলার খাদ্য গুদামে মজুদ রয়েছে । জুন/২০২০ এর মধ্যে ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো পর্যায়ক্রমে বিতরণ সম্পন্ন করা হবে।

০৩। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি যুগ্মসচিব জনাব মো: তৌফিকুল আরিফ বলেন যে, খাদ্য নিরাপত্তা কর্ম-পরিকল্পনায় জেলেদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমগ্র জেলেদের রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে এবং এর সংখ্যা নির্ধারণ হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত নিম্নরুপ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি উপস্থাপন করেন-

(ক) জাটকা ধরা নিষিদ্ধ কার্যক্রমঃ এ কার্যক্রম ০১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ০৮ মাস চলে। এ সময়ে ভিজিএফ এর আওতায় বর্তমানে ১৭টি জেলায় উপকারভোগী জেলে পরিবারের সংখ্যা ২,৪৮,৬৭৪টি ।

(খ) মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানঃ ইলিশ মাছ ধরার নিষিদ্ধকালীন সময় আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার ০৪ দিন পূর্ব হতে পূর্ণিমার দিনসহ পরের ১৭ দিন মোট ২২ দিন । এ সময়কালে ভিজিএফ এর আওতায় বর্তমানে ৪৩টি জেলায় উপকারভোগী জেলে পরিবারের সংখ্যা ৩,৯৫,৭০৯টি (২০১৭-১৮ অর্থ বছর)।

(গ) সমুদ্রে / কাপ্তাই লেকে মাছ ধরা নিষিদ্ধ কার্যক্রমঃ সমুদ্রে মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময় মে হতে জুলাই পর্যন্ত। এতে ভিজিএফ এর আওতায় বর্তমানে রাংগামাটি পার্বত্য জেলার ০৮টি উপজেলায় উপকারভোগী জেলে পরিবারের সংখ্যা ১৯,৪৭৩টি ।

(ঙ) হাওড় অঞ্চলে মাঝ ধরা নিষিদ্ধ কার্যক্রমঃ জেলা প্রশাসক সম্মেলনে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে।

(চ) নাফ নদীতে মাবা ধরা নিষিদ্ধ কার্যক্রমঃ এ কার্যক্রমে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। এ কার্যক্রমে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় ১,১৪১টি পরিবারকে ভিজিএফ সুবিধা দেয়া হয়েছে। ভিজিএফ কর্মসূচিটি ২০১৮ সাল থেকে শুরু হলেও ২০১৭ সাল থেকে নাফ নদীতে মাবা ধরা নিষিদ্ধ কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষার্থে জাটকা সমৃদ্ধ এলাকায় ভিজিএফ কার্যক্রম আরো বাড়ানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভার দৃষ্টি আর্কষণ করেন।

০৪। এ পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিঃ সচিব জনাব জাকির হোসেন আকন্দ বলেন যে, মা ইলিশ ও জাটকা ইলিশ ধরা মৌসুমে ভিজিফ কার্যক্রম চালানোর জন্য মৎস ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় জেলেদের তালিকা প্রেরণ করে। একইভাবে জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতেও জেলেদের তালিকা পাওয়া যায় । ফলে জেলেদের তালিকার পার্থক্যজনিত কারণে ভিজিএফ এর মাধ্যমে জেলেদের সহায়তা প্রদানে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়া মূলতঃ ভিজিএফ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব জেলা/উপজেলা মৎস কর্মকর্তাগণের। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও অনেক সময় এ কার্যক্রম শুরু হয় না। ফলে পত্রপত্রিকায় নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। পিআইওদের উপর দায়িত্ব দেয়া হলেও মূলত: কাজটি মৎস কর্মকর্তাদের। সার্বিক স্বার্থে কাজটি অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বাজেট বরাদ্দ নিয়ে মৎস ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সম্পন্ন করা হলে জেলেরা বেশি উপকৃত হবে। যেমন- মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ভিজিডি কার্যক্রম চালায়। তাই অর্থ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে একটি সভা করে ভিজিএফ বরাদ্দসহ সকল কাজ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে এতে জেলেরা বেশী উপকৃত হবে এবং ভিজিএফ এর মূল উদ্দেশ্য আরো ভালভাবে অর্জিত হবে।

০৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান বলেন যে, খাদ্য মন্ত্রণালয় ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। নিজস্ব কর্মসূচির মধ্যে ওএমসএস, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, খাদ্য মজুদ নিশ্চিতকরণসহ ফেয়ারপ্রাইজ পলিসি প্রণয়ণ রয়েছে । তিনি আরো বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কমর্সূচিতে খাদ্য সরবরাহের পরিবর্তে নগদ সহায়তা প্রদান করা যায় কিনা এ বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা করা যেতে পারে। উক্ত কর্মশালায় খাদ্য অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মৎস ও প্রাণী সম্পদ

অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের রাখা যেতে পারে।

০৬। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন চৌধুরী জানান যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ হতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় ৭১,৬৯৫ জন গর্ভবতী মা ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) মেটারনাল হেলথ ভাউচার স্কীমের আওতায় সুবিধা গ্রহণ করেছেন; ৪৬,২৯৭টি পরিবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচী/(এসএসকে) এর আওতায় সুবিধা দেয়া হয়েছে। ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) এর আওতায় দেশের সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, গরীব ২,০০০ জন রোগীর চক্ষু চিকিৎসা এবং অপারেশন সেবা প্রদান করা হয়েছে। ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় ৪,১৬,৫০,২১৭ জন সুবিধাভোগীদের সেবা প্রদান করা হয়েছে। আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্ত স্বল্পতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কর্মসূচির তাওতায় ১,৫৩,১৪,১৫২ জন সুবিধাভোগীদের সেবা দেয়া হয়েছে। মারাত্তক তীব্র অপুষ্টি এবং মাঝারী তীব্র অপুষ্টির জন্য কমিউনিটি ও হাসপাতালভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় ৩০০টি এসএএম ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। ৭৮৮টি শিশুবান্ধব হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। গ্রামীন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১১.২৫ কোটি ভিজিটের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে গ্রামীণ বিশেষতঃ মা, শিশু, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ বিনামূল্যে সেবা গ্রহণ করেছেন। ১.৬১ কোটি জরুরী ও জটিল রোগীকে উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগণের নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকে ২৮,৭৫৮টি স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।

০৭। <u>বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:</u>

(ক) জেলেদের ভিজিএফ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে একটি সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এক্ষেত্রে লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(খ) সামাজিক নিরাপত্তা কমর্সূচিতে খাদ্য সরবরাহের পরিবর্তে নগদ সহায়তা প্রদান করা যায় কিনা এ বিষয়ে সুবিধাজনক সময়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কর্মশালায় খাদ্য

অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মৎস ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের রাখা যেতে পারে।

(গ) "খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লাস্টার" এর অর্ন্তভুক্ত মন্ত্রণালয়সমুহ কর্তৃক স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি লীড মন্ত্রণালয় হিসাবে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৮। অত:পর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

স্বা/- ২৪/১২/১৮
(শাহাবুদ্দিন আহমদ)
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩২.০০১.১১(অ-২)-৩০৩

১০ পৌষ, ১৪২৫ বং:
তারিখ: ----------
২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি দেয়া হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃআঃ-যুগ্ম-সচিব, (উন্নয়ন)।

২। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ-যুগ্ম-সচিব (কার্যক্রম)।

৩। সচিব, মৎস ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা (দৃঃ আঃ যুগ্ম-সচিব, (ব্লু-ইকোনমি)।

৪। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা (দৃঃ আঃ যুগ্ম-সচিব (আইআইটি-২)।

৬। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা (দৃঃআঃউপ-সচিব (ত্রাক-১)।

৭। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (দৃঃআঃ-উপ-সচিব (হাসপাতাল-১)।

৮। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।(দৃঃআঃযুগ্ম-সচিব(বাজেট-১)

৯। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়(দৃঃআঃ-উপ-সচিব (চিকিৎসা)।

১০। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা (দৃঃ আঃ- যুগ্ম-সচিব, (পিপিবি)।

১১। অতিঃসচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ),খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। উপসচিব (উন্নয়ন ও সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মো: কাউসার আহাম্মদ)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৪৬১৬
dssupply1@mofood.gov.bd

১৩/১২/২০১৮ খ্রি: তারিখে "খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা" ক্লাষ্টার কমিটির সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের হাজিরা।

ক্র/নং	নাম ও পদবি	দপ্তর	ই-মেইল ও মোবাইল নং	স্বাক্ষর
০১।	মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ অতি: সচিব	MoDMR	Zakanda@yahoo.com	[signature] ১৩/১২/১৮
০২।	মোঃ ওমর ফারুক অতি: সচিব,	ম:স:/খাদ্য	০১৭১৫০১৭১৭৯	[signature]
০৩।	মোছা: কামরুন্নাহার যুগ্মসচিব	খাদ্য মন্ত্রণালয়	kamrunnds@yahoo.com	[signature] ১৩.১২.২০
০৪।	মো: কাউসার আহম্মেদ উপসচিব	খাদ্য মন্ত্রণালয়	kawsar.1k@gmail.com	[signature] 13/12/18
০৫।				
০৬।	উম্মে কুলসুম উপপরিচালক	খাদ্য অধিদপ্তর [illegible]	01911-497778 ummek710@gmail.com	[signature] ১৩/১২/১৮
০৭।	খাদিজা নাজনীন উপসচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	nazneen.khadiza@gmail.com 01716340795	[signature]

০৮।	রবীন্দ্র চন্দ্র রায় সিনিয়র সহকারী প্রধান	MOA	r.royeconomic@yahoo.com 01723270216	[signature]
০৯।	মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান (উপসচিব) SPO	SSPS Prog, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	hasantgl@gmail.com 01716466947	[signature]
১০।	মো: তৌহিদুল ইসলাম যুগ্মসচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০২৯৫৫৪৮০৬৬০	[signature]
১১।	মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম চৌধুরী যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা, খাদ্য মন্ত্রণালয়)	খাদ্য মন্ত্রণালয়	01552546870	[signature]
১২।	মো: মু: [illegible] [illegible]	খাদ্য মন্ত্রণালয়	07642917777	[signature]
১৩।				
১৪।				